গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা/ কর্মশালার রেকর্ড নোটস্

প্রধান আলোচক: জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
স্থান : পঞ্চগড় পিটিআই সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ০২ মার্চ ২০২৪।

জনাব মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার, সহকারী পরিচালক, ডিডি অফিস, ঢাকা এর সঞ্চালনায় রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলায় অংশীজনের সভা/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভা/কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও আওতাধীন কর্মকর্তাবৃন্দ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তাবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, শিক্ষক, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ৮০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন স্বত:স্ফুর্ত ভাবে আলোচনায় অংশ নেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই বিভাগীয় উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম সভা/কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিত করেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পঞ্চগড়, তাঁর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে সেজন্য সবাইকে একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগতম মান উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে বলেন, সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় সুশাসন নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়" পুস্তিকায় সরকারের যেসব নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার তাগিদ দেন। সেই সাথে পাওয়ার পয়েন্টে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যে সকল চর্চা সরকারিভাবে করা হচ্ছে তা অংশীজনের কাছে তুলে ধরেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি জনাব মোঃ হামিদুল হক, পরিচালক (প্রশাসন) তাঁর বক্তব্যে মানুষকে শিক্ষিত হ্ওয়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার চর্চা/ অনুশীলনের তাগীদ দেন। এ বিষয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশাল সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের দায়িত্বের বিষয়টি মনে করিয়ে দেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্মার্ট শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে দপ্তর/ সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেনস্ চার্টার, ই-গভর্ন্যান্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অংশীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অংশীজনের বক্তব্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

ক্রম:	আলোচক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়নকারী
১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, কালিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবিগঞ্জ, পঞ্চগড়।	প্রধান শিক্ষক, তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ সময়ধরে পদোন্নতি হচ্ছেনা। ফলে শিক্ষকগণ কাজে উৎসাহ পাননা। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকগণের চাহিদাও সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষকগণের পদোন্নতিসহ সকল পাওনাদী যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান মামলাসহ নানাবিধ জটিলতার কারণে পদোন্নতি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তবে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক আছেন যথাশীঘ্রই শিক্ষকগণের পদোন্নতিসহ সকল যুক্তিসংগত সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন)
২	জনাব মোছা: সুরাইয়া বেগম, সহকারী শিক্ষক, গলেহা কান্তমতি	শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মাণ কাজ ৭০% হয়ে থেমে আছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে জিজ্ঞোস করলে তিনি	উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	নির্বাহী প্রকৌশল পঞ্চগড়

	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, পঞ্চগড়	জানান যে বাজেটের বরাদ্দ না থাকার কারণে কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না।	বিদ্যালয়টির নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	
৩	জনাব মোছা: ফারজিনা জেসমিন প্রধান শিক্ষক, চন্দনবাড়ি বানিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বোদা, পঞ্চগড়	প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়ে নতুন ভবন এবং ওয়াশব্লক নির্মাণের সময় উপজেলা প্রকৌশলী অফিস থেকে কোনো প্রাক্কলন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয় না। ফলে বিদ্যালয় কিংবা ওয়াশব্লক নির্মাণের কাজ যথাযথভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয়না। এতে নির্মাণ কাজের গুণগতমানের বিষয়টি নিশ্চিত হয় না।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ের এককপি প্রাক্কলন প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/ সহকারী প্রকৌশলী জনসাস্থ্য, পঞ্চগড়
৪	জনাব মো: জোবাইদুর ইসলাম, এসএমসি সভাপতি, পঞ্চগড় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, পঞ্চগড়	সভাপতি জানান যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যেসকল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো অনলাইনে সম্পন্ন হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। তিনি ইনোভেশন/ সৃজনশীল কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	এ বিষয়ে প্রধান অতিথি জানান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করায় সকল অফিসে সেবাসমূহ ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। ভবিষৎতে এর পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ইনোভেটিভ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হচ্ছে। শিক্ষক বদলি ও আর্থিক সুবিধাদি এবং টেন্ডারিং কার্যক্রম অনলাইনে করা হচ্ছে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান
৫	জনাব আকরাম হোসেন জাকারিয়া, প্রধান শিক্ষক, জামরিগুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে ০১টি মাত্র ভবন রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ২২০ জন। শিক্ষার্থীর তুলনায় কক্ষসংখ্যা সীমিত। ০৩টি মাত্র কক্ষ থাকায় শ্রেণী পাঠ সঠিকভাবে দেয়া যায় না।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিষয়টি সরেজমিনে দেখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে একটি প্রস্তাবনা পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে নির্দেশনা দেন।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড়
৬	ইইডএ কাম একাউন্টেন্ট, পঞ্চগড়।	তিনি বক্তব্যে বলে, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি পদোন্নতি বঞ্চিত। এবিষয়ে পদোন্নতি সময়মতো না হওয়ায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পরছেন। কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরণে সকল স্তরের পদোন্নতি দ্রুত কার্যকর করা আবশ্যক।	এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান ইতোমধ্যেই নিয়োগবিধি প্রণীত হয়েছে। তিনি পদোন্নতি যোগ্য কর্মচারীর তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড়
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তেতুলিয়া উপজেলায় ৬ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটিও শূন্য রয়েছে। একা সাতজনের কাজ করতে হচ্ছে। ফলে কাজের মান ও যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।	এ বিষয়ে সভাপতি শূণ্য পদের হিসাব সংগ্রহপূর্বক জরুরিভিত্তিতে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একটি পত্র মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড়
৮	জনাব শফিকুল আলম, সাংবাদিক, পঞ্চগড়।	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নয়ন কাজ অনেক সময় অংশীজনগণ জানতে পারছেন না। ফলে কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। জেলা ও উপজেলা	তথ্য অধিকার আইনে সকলকে তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। এ আইনের আওতায় তথ্য প্রদর্শন ও প্রকাশ করে কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনায়নে	জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার সকল

		শিক্ষা অফিসে যে অর্থ ছাড় করা হয় সে সকল বরাদ্দপত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হলে সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সহজ হবে।	সভাপতি কর্মকতাদের নির্দেশনা দেন।	
৯	জনাব মোঃ রেজা আল মামুন, প্রধান শিক্ষক, আটোয়ারী ফকিরগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আটোয়ারি, পঞ্চগড়।	প্রধান শিক্ষক জানান যে, বিদ্যালয়ে ৩টি পরীক্ষা/মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্লিপ ফান্ড থেকে অনেক অর্থ খরচ হয়। এতে বিদ্যালয়ে অনেক কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে ৬ষ্ঠ শ্রেণির অভিভাবকগণ পরীক্ষার ফি দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। এছাড়া তাঁর বিদ্যালয়ে শেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। শিক্ষার্থী অনুপাতে ১১ টি কক্ষের প্রয়োজন অথচ রয়েছে মাত্র ৬টি কক্ষ। দ্রুত কক্ষ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	জনাব মোঃ ইমামুল ইসলাম উপপরিচালক (সংস্থাপন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন যে, SLIP এর নতুন একটি নীতিমালা জারী করা হয়েছে। নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। শ্রেণি কক্ষের সংকট থাকলে চাহিদা পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রধান শিক্ষক
১০	জনাব মোঃ মাসুদ হাসান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, আটোয়ারী, পঞ্চগড়।	তিনি জানান যে, অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের শুধু চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে কিন্ডারগার্টেনে পাঠান। অথচ তাঁর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর সন্তানকে আটোয়ারী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করিয়েছেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষনীয় ও আনন্দময় করতে শিক্ষা অফিসার অনুরোধ জানান।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যোগ্যতা অনেক বেশি এবং তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তদুপরি কিন্ডারগার্টেনে স্কুলে ছাত্রাধিক্য কাম্য হতে পারে না। শিক্ষকগণকে তিনি নিবেদিত হয়ে পাঠদানের অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব করে শিশুদের খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দেন। শিশুদের সৃজনশীল কাজে পারদর্শী করতে তিনি শিক্ষকগণকে পরামর্শ দেন।	সকল প্রধান শিক্ষক
১১	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, পঞ্চগড়।	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তাঁর দপ্তরে কাজের গুণগতমান সঠিক রেখে নির্মাণ কাজ তদারকি করছেন। কাজের মান খারাপ হলে সরাসরি অভিযোগ প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন।	সকল বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করে জরুরীভিত্তিতে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, পঞ্চগড়
১২	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পঞ্চগড়।	তিনি জানান যে, তাঁর দপ্তর থেকে ২/৩ কর্মদিবসের মধ্যে পেনশন ফাইল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অন্যান্য সুবিধাগুলো Ibas++ দেওয়াতে শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই।	সরকারি নির্দেশনা গুলো বাস্তবায়ন করা হলে সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টগণকে অনুরোধ করেন।	সকল কর্মকর্তা

অংশীজনের সাথে মতবিনিময় কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১। বিধি অনুযায়ী শিক্ষকদের সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রাক্কলন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিতকরণ এবং সে অনুযায়ী তদারকি করা।

৩। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণি কক্ষে প্রয়োগ এবং উপকরণ সমৃদ্ধ পাঠ উপস্থাপন, পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা ও তথ্য অবাধ প্রবাহ ও অংশীজনকে অবহিত করা।

৪। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।

৫। শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেয়া।

৭। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৮। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাদের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।

৯। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক/মায়েদের সাথে আলোচনা করা ও প্রয়োজনে হোমভিজিট বৃদ্ধি করা।

১০। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করা ও স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করে শিখন-শেখানো নিশ্চিত করা।

১১। বিদ্যালয়ের মাঠ এবং ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও রেজি: প্রণয়ন।

১২। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

১৩। শূণ্যপদ এবং যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিতকরণ।

১০/০৩/২০২৪

১। মোঃ শাহীন মিয়া
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন)
র‍্যাপোটিয়ার

১০.০৩.২০২৪

২। কে এম সাঈদা ইরানী
শিক্ষা অফিসার (সাধারণ প্রশাসন)
র‍্যাপোটিয়ার

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.১৮.০০৬.২২ (পার্ট-১)-২৫৯/০৯

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ / ১০ মার্চ ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।।

৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে জাতীয় শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধসহ)।

৪. বিভাগীয় উপপরিচালক, রংপুর (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের অনুরোধ)।

৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড়।

৬. জনাব ----------।

৬. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৭. অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিইডিপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।

৮. অফিস কপি।

১০/০৩/২০২৪

মোঃ শাহীন মিয়া
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন শাখা)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর